Sustainable development (2017 --- 2018)

Episode 39 :

Major marine ecosystem of the world and the challenges.

রচনাঃ - সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত ।

চরিত্র : – কণিকা, সুতনু, বিশাল, মিরা, সমরেশ(স্যার), ম্যানেজার

<u>পট– ১</u>

<u>বিশাল –</u> এই রাস্তাটা ধরে সোজা হাঁটতে হবে ... এর আর ডানদিক বাঁদিক কোনও দিকেই মোড় ঘোরেনি ... আর সোজাসুজি হাঁটলেই সমুদ্র,... হ্যাঁরে, তোরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস, এখন প্রায় তিনটে বাজে, বিকেল হতে আরো একটু দেরি আছে, তাছাড়া আজ ছুটির দিনও নয় ... তবুও দ্যাখ দ্যাখ কত লোক চলেছে সমুদ্রের দিকে ... দেখেতো সব স্থানীয় লোকজন বলেই মনে হয় ...

<u>কণিকা –</u> হ্যাঁ সেরকমই মনে হয় ...(একটু থেমে কৌতুকের সুরে) তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে রে ... এইদিকে তাকা .....

<u>সুতনু/ বিশাল</u> – কিরে কিরে ?

<u>কণিকা –</u> এই যে এদিকে তোরা একবার মিরাকে দ্যাখ, ... (থেমে) এই মিরা কি হল তোর? ...তুই অমন নাকে কাপড় দিয়ে আছিস কেন?

<u>মিরা –</u> উঃ, কি মাছের গন্ধ ... মানে শুকনো মাছের গন্ধ ... কেন তোরা পাচ্ছিস না?

সুতনু – পাবনা কেন? তাই বলে তোরমত নাক চাপা দেইনি ... (সকলে হেসে ওঠে) আমরা এখানে ট্যুরিস্ট বলে আমাদের গন্ধটা খারাপ লাগছে ... কিন্তু আর সকলের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ কেমন হাসতে হাসতে চলেছে

কণিকা – মিরা, তুই এখন কর্ণাটকের উডুপির বিখ্যাত মালপে বিচের দিকে চলেছিস ... এটা তোর দেখা দিঘা কি পুরীর সিবিচ নয় ...বা মুম্বাইএর জুহু বিচও নয় ...

বিশাল – ওই যে, ওখানে আবার বেশ বড় একটা খাবার দোকান ... দেখ কত রকম মাছের ছবি ... সব প্রিপারেশন মাছের ... লোকজন বেশ ভিড় করেছে খাবার কেনার জন্য ... (হাসতে হাসতে) তুই খাবি?

মিরা – মরে গেলেও না ... তোরা খেতে হলে খা ... এই গন্ধর মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করে যে সব খাচ্ছে কে জানে বাবা ...

কণিকা – এর নাম অভ্যাস বুঝলি অভ্যাস, সবটাই অভ্যাস ...

মিরা - সে নাহয় বুঝলাম, কিন্তু এটা তো মানবি যে এখানকার মাছের গন্ধটা বেশ অন্য রকম ...

সুতনু - আরে সে তো হবেই এখানে তো সবই সামুদ্রিক মাছ ...আর সবই যে আমাদের চেনা জানা মাছ তা তো না ... শুধু তাইনা, আমাদের চেনা সামুদ্রিক মাছের মধ্যেও আবার নানা প্রজাতির মাছ বা অনেক বৈচিত্র আছে যা শুধু এখানেই পাবি অন্য বিচে পাবিনা ... আর কলকাতার বাজারে তো পাবিইনা ...

বিশাল – সেটাই হল কথা ... তাই তাদের গন্ধ, গুণ কিছুটা তো আলাদা হবেই আর তোর সুপার সু-পা-র সেনসিটিভ নাক সেটা ক্যাচ করে ফেলেছে ...(সকলের হাসি)

[নেপথ্যে সমুদ্রের জলের আওয়াজের মত শব্দ আর তার সাথে যেন বাতাসের গোঁ গোঁ মত আওয়াজ ... সবাই প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বালু তটের বা সি-শোরের দিকে হৈ হৈ করে এগোয় ...]

সকলে- চল চল তাড়াতাড়ি চল ... আমরা এসে গেছি ... ওই তো বালি দেখা যাচ্ছে ...

কণিকা- (হাঁপাতে হাঁপাতে) দ্যাখ দ্যাখ সমুদ্রর জলটা কেমন সবুজাভ ... আর ঢেউগুলোও তেমন কিছু মারাত্মক আকারের না ...

সুতনু – (হাঁপাতে হাঁপাতে) আরে সে তো হবেই এ হল আরব সাগর ... বে অব বেঙ্গল তো নয় !! ...

বিশাল- হুম, সে তো বুঝলাম ...কিন্তু ওই গোঁ গোঁ শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না কেন? কিসের থেকে আসছিল শব্দটা আর এখন হচ্ছে নাই বা কেন? কি রে তোরা কিছু বুঝলি?

(বলতে বলতেই আবার ওই গোঁ গোঁ শব্দটা দূর থেকে শুরু হল ... কাছে এল জোর শব্দ আবার ধীরে ধীরে কমে গেল)

মিরা – আরে ব্বাস!! বুঝলি তো এবার ওই শব্দের কারণ !!! তির বেগে কয়েকটা ওয়াটার স্কুটার জলের ওপর দিয়ে তটের দিকে কাছে আসছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে... সেই আসা যাওয়ার শব্দ ..... উফ কি মারাত্মক ব্যাপার ...

সুতনু – শব্দদূষন, জলদূষণ, আর তা থেকে ঘটছে মেরিন-ইকসিস্টেম বা সামুদ্রিক-বাস্তুতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার মত এক মর্মান্তিক ঘটনা।

কণিকা – হম, আচ্ছা ওই ওয়াটার স্কুটারগুলো তো আছে জনগনের বিনোদনের জন্য ... লক্ষ্য কর সকলে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে উঠছে

স্কুটারে আনন্দ করার জন্য ..... দিব্যি একটা ব্যবসা গড়ে উঠেছে ... তবে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর কিন্তু!!

সুতনু – হুম হয়ে গেল ... এখুনি বলবে 'চড়ব' .....

বিশাল – তা যা বলেছিস ... এই সব রাইডগুলো কিন্তু সরকারি ভাবে অনুমোদিত... কারণ ওই দ্যাখ বিচে ঢোকার মুখেই চেক পোস্ট থেকে সবাই টিকিট কাটছে তারমানে বৈধ লাইসেন্স আছে এবং বিচের ওপর সমানে তো কোস্টাল গার্ডদের টহলদারিও চলছে ...

মিরা– হ্যাঁ, ... এই আর একটু ওই দিকে দ্যাখ ওখানে একটা ছোটো মোটর বোট দাঁড়িয়ে ..... কি ব্যাপার বলত ... চলত গিয়ে দেখি ...

সুতনু – চল চল ... ওখানে একটা বোর্ডও রয়েছে ... দ্যাখত কি ব্যাপার

বিশাল – (বোর্ডের লেখাটা পড়ছে) আরে বাস !! "A Trip to ST Mary Island or coconut island –a beach of shells. Ticket Rs 300 per head."

কণিকা– দারুণ! কিরে আমরা কি এই রাইডটা নেব? আমরা যাচ্ছি ?

সকলে – ইয়েস অবশ্যই যাচ্ছি, সমুদ্রযাত্রা বলে কথা, ছাড়া যায়?

বিশাল –(কাউন্টারের লোকের সাথে বিশাল কথা বলছে)... চার টিকিট দি জিয়ে ... ইয়ে আইল্যান্ড কিতনা দূর হ্যায়? আউর কিস তরফ হ্যায়?

লোক– ইঁহাসে পাঁছ ছয় কিলোমিটার দূর ... আউর বোট মে করিব পনর বিশ মিনিট লাগেগা ... উধার দেখিয়ে ...উস তরফ ... ইধারসে ভি উও সব নারিয়ল পেড় দিখ রহা হ্যায় ...

মিরা – আরে তাইতো! দ্যাখ দ্যাখ ... সাগরের মধ্যে কি অপূর্ব লাগছে!!

লোক – আইল্যান্ড মে আপলোগ দো ঘন্টে তক রুক সকতে হো ... উস্কে বাদ ফির বোটসে ওয়াপস আনা .....

সুতনু – ঠিক হ্যায়, কি মজা ... দারুণ অভিজ্ঞতা হবে !!

কণিকা – (আনন্দে) সে আর বলতে !!! কিরে সুতনু, এখন আর পরিবেশ, ইকসিসটেম দূষণ এসব আর ভাবছিসনা না?

সুতনু – কে বলল ভাবছিনা ... ভাবছি যে কি করে সব দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় ... এ ক্ষেত্রে রুপালি রেখার লক্ষটা ঠিক কি?

লোক – (উঁচু গলায়)যাই য়ে, যাইয়ে বোট কে পাস যাইয়ে ..... লাইফ জ্যাকেট পহেন লিজিয়ে কুল মিলাকে বার লোক এক বোট মে যা সকতে হো ...

বিশাল – বাঃ বাঃ ব্যাবস্থা ভালই ... (সকলের হাসি)

সারেং – বয়ঠ যাইয়ে সব লোক ... আভি স্টার্ট করতে হ্যায় ... (স্টার্ট করার যান্ত্রিক আওয়াজ ও সকলের উল্লাস ধ্বনি)

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

পট – ২

বিশাল – (উচ্ছসিত হয়ে) আহা, আমরা এখন সেন্ট মেরি আইল্যান্ডে ...

মিরা – কি সুন্দর আর শান্ত পরিবেশ ... বোট গুলো তিরের কাছে আসার একটু আগেই তাদের মোটর বন্ধ করে দিচ্ছে, ফলে যান্ত্রিক আওয়াজটা নেই, আর লোকজনদের তো খানিকটা জলের ওপরই নামাচ্ছে ...

সুতনু – এখানে আছে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ...

বিশাল – লক্ষ্য করেছিস সবাই কেমন চুপচাপ ... পরিবেশের প্রভাবে আমরাও কত নিচু গলায় আস্তে আস্তে কথা বলছি ...

কণিকা- আর মাল্লে বিচে কি চীৎকার চেঁচামিচি ... যেন মেলা বসে গেছিল ...

সুতনু – ঠিক বলেছিস ... চল ওই দিকটায় যাই ... একটা পায়ে পায়ে চলার পথ ... সবাই ওই দিকেই যাচ্ছে ...

বিশাল – দেখ চারপাশে কত ছোটো বড় সব কালো কালো পাথরের চাঁই

কণিকা – আর ওই দ্যাখ ওদিকটায় কত কত কালো স্তম্ভের মত হয়ে রয়েছে ... কালো পাথরগুলো চিনতে পারছিস না পারছিসনা?

সুতনু – হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো তো ব্যাসাল্ট আর স্তম্ভ গুলো 'ব্যাসাল্টিক কলাম'

মিরা – আহা কি ঢং এর প্রশ্ন রে !! জিওলজির ছাত্র হিসাবে এটা তো আমাদের জানারই কথা ...

বিশাল – সে তো বটেই, ... (মজা করে বলবে)এই তোরা কি ফের ঝগড়া জুড়ে দিলি নাকি আবার? (সবাই হেসে ওঠে)

সুতনু – ইস, আমার জুতোটা না জলে একদম ভিজে গেছে রে ... দাঁড়া খুলে হাতে নি, তোরা এগো ...

(এমন সময় পরিষ্কার বাংলায় পিছন থেকে কে বলে ওঠে ..... " অমন কাজটি ভুলেও করবেন না ... পা কেটে যেতে পারে"..... ওরা চমকে উঠে পিছনে তাকায় ; সুতনু অবাক হয়ে বলে ওঠে "কে" " কে আপনি?")

সুতনু- আর পা কেটে যাবার কথা কেন বলছিলেন?

আগন্তুক – আমি সমরেশ ... সমরেশ সেন ... আপনারা বাংলায় কথা বলছেন দেখে আলাপ করলাম... আর পা কেটে যাবার কথা কেন বলেছি তা একবার বালির দিকে তাকিয়ে দেখুন বুঝে যাবেন ... কত কত শামুকের খোলস পড়ে আছে আর বেশির ভাগই ভাঙ্গা ভাঙ্গা তীক্ষ্ণ ধার ওয়ালা ... বেকায়দা পা পড়লে চোট পেতে পারেন তাই বলছিলাম যে ...(কথার মাঝেই মিরা বলে ওঠে)

মিরা – আরে আরে সুতনু, বিশাল, কণিকা তোরা দ্যাখ, সত্যি তো কত কত শামুকের খোল ... বালি আর খোল যেন সমান সমান ... আর কত বইচিত্র তার ..... এতক্ষণ ওই নারকেল গাছ আর ব্যাসাল্টের স্তম্ভ দেখতেই মেতে ছিলাম ... পায়ের দিকে তো লক্ষ্যই করিনি ... অন্য সি-বিচে এ দৃশ্য তো বিরল !!!

সুতনু – মিরা, এবার বুঝেছিস কেন একে beach of shells বলা হয় ... ধন্যবাদ আপনাকে সমরেশ বাবু ... হাতে নিয়ে বুঝতে পারছি সত্যিই এগুলো খুব ধারালো ... পা কেটে যেতে পারে ...

কণিকা- আচ্ছা সমরেশ বাবু একটা কথা, আপনিও কি আমাদের মতই বেড়াতে এসেছেন?

সমরেশ না, পুরোপুরি ঠিক তা নয়, আমার কাজ আমাকে এখানে টেনে এনেছে ... আর কাজের খাতিরে খানিকটা বেড়ানোও হয়ে যাচ্ছে

বিশাল – যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন না এই দ্বীপটা ঘুরে দেখতে দেখতে আপনার কাজের বিষয়টা সম্বন্ধেও কিছু জেনে নেওয়া যাবে

সমরেশ – বেশ বেশ চলুন ..... ও-ই যে ওই দিকটায় বড় বড় পাথর

ওই দিকটায় চলুন ... পাথরের গর্তগুলোতে দেখুন কেমন জল আটকে আছে ... জোয়ারের সময় যে জল উঠে এসেছিল তা আটকে রয়েছে ওই গর্তে আর প্রায় সময়ই তার মধ্যে আটকে পড়ে ..... (কথার মাঝেই কণিকা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে) ...

<u>কণিকা –</u> এই তো!! এই তো এখানে একটা শামুক আটকে, আর ওই গর্তগুলোয় আরও কয়েকটা শামুক ও ছোটো ছোটো মাছ ...সব জীবন্ত ...

(সবাই আগ্রহে ছুটে যায় "কই দেখি দেখি" ... বলে)

<u>সমরেশ –</u> হ্যাঁ, রকি শোরের ক্ষেত্রে এ হল রোজকার মামুলি ঘটনা ... সারা পৃথিবীতেই যেখানেই পাথুরে সমুদ্রতট সেখানেই এইসব মাছ ও 'পেরিউইঙ্কিস' বা 'রাফ-স্নেইল'রা জোয়ারের তোড়ে উঠে আসে ... এমনই আরও প্রাণী আসে যেমন 'আইসোপড' 'বারনাকেলস' 'লিম্পেটস' ইত্যাদি ... এমনিতে ওরা জলের তলায় নানাবিধ অ্যালগির ওপর বিচরণ করে । তাছাড়া আসে 'লিচেন' ... এরা হল একত্রে ছত্রাক ও আণুবীক্ষণিক অ্যালগির জোট তারা পরস্পরকে আর্দ্রতা ও সালোকসংশ্লেষের দ্বারা খাদ্য এবং শক্তির জোগান দেয় ... ক্রমাগত জোয়ার-ভাঁটা, সূর্যালোক, প্রবল বাতাস, এবং আরও নানান পারিপার্শ্বিক কারণে এখানকার সামুদ্রিক জীবগোষ্ঠী প্রকৃতির সঙ্গে খুব সহজেই মানিয়ে নেয়।(একটু অপ্রস্তুত হয়ে) এই দেখ আমি অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম ... তোমরা বোর হচ্ছনা তো?

<u>সুতনু –</u> না না একদম না ... আমাদের ভাল লাগছে শুনতে ...

<u>বিশাল –</u> সমরেশ বাবু, আমি বোধয় এবার একটু একটু আন্দাজ করতে পারছি আপনার কাজের ধরণ ... কিন্তু তার আগে জানতে ইচ্ছা করছে এই

‘রকি শোর’ আর কোথায় কোথায় দেখা যায় এবং সব চেয়ে বেশি কোথায় দেখা যায়?

<u>সমরেশ –</u> সারা পৃথিবীতেই রকি-শোর দেখা যায় তবে ইউকে বা ইংল্যান্ডের কোস্ট লাইনের চৌত্রিশ শতাংশই হল রকি শোর ... তাছাড়া এটা ভুললে চলবে না যে এই মেরি আইল্যান্ড কেবল UNESCO র World Heritage হিসাবে দেখার স্থান নয় এও হল বাকি রকি আইল্যান্ডগুলির মত মেরিন ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত মাছ ও কচ্ছপদের ‘Feeding and Breeding grounds.’ যাকে বলে আঁতুড় ঘর .....

<u>মিরা, কণিকা</u> – কি দারুণ তাই না?.... (একটু থেমে) এই বিশাল, বলনা রে তুই কি বুঝতে পারেছিস ...

<u>বিশাল –</u> বলছি, তার আগে সমরেশ বাবু আপনি আমাদের নাম ধরেই ডাকবেন প্লিজ .....

<u>সমরেশ –</u> (হেসে) ঠিক আছে ঠিক আছে তাই হবে ...

<u>বিশাল –</u> এবার তোদের প্রশ্নর উত্তর দেই কণিকা ... আমি যেটা বুঝেছি সেটা হল সমরেশ স্যার ‘পৃথিবীর পাথুরে সমুদ্র তট’ নিয়ে গবেষণা করছেন যা কিনা ‘মেরিন ইকো সিস্টেম অফ দা ওয়ার্ল্ড’ বা পৃথিবীর সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রর একটা অংশ ... তাইনা স্যার?

<u>সমরেশ –</u> (হাসতে হাসতে) পুরপুরি ঠিক হল না বিশাল ... সেট আর সাবসেট ঠিকঠাক হলেও ... গবেষণা আমি ‘মেরিন ইকো সিস্টেম অফ দা ওয়ার্ল্ড’ নিয়ে করছি ... যার মধ্যে পাথুরে সমুদ্রতটের বাস্তুতন্ত্র অন্যতম । এই বিশাল অগাধ জলরাশির কিছু কিছু জায়গা যেমন জীববইচিত্রে ভরপুর তেমনই বইচিত্রপূর্ণ সেখানকার বাস্তুতন্ত্র ... যেমন বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, মোহনা বা

এসচুরিয়ান অঞ্চল। তাছাড়া কোরাল রিফ, লেগুন ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রও বড় বিস্ময়কর ..... আর আছে 'হোয়েল ফল' ও 'ব্রাইন পুল'

সুতনু – 'কোরাল রিফ'! (খুশি খুশি গলায়) স্যার আমি অনেক ছবি দেখেছি কোরাল রিফের ... কি যে সুন্দর ... কি রং এর বাহার ... ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে সমুদ্রের জলের তলায় কি করে এল এত রং !! ...

সমরেশ – হ্যাঁ, আজকাল ইন্টারনেটের দরুন সহজেই অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায় তথ্যও জানা যায় ... যেমন জুএক্সামথেলি (zooxamthellae) নামে এক প্রকার খয়রি এবং সবুজ সিম্বায়োটিক অ্যালগি কোরালের সাথে থাকে আর সেটাই এই রং এর উৎস .....

বিশাল – হ্যাঁ কি সুন্দর সব প্রাকৃতিক সম্পদ .....

সমরেশ- সত্যিই তাই ... আর জানত এই কোরাল রিফস হল নানান প্রানির বাসভূমি ... আচ্ছা তোমরা কোন কোন রিফসের নাম জান?

কণিকা – অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফস ...

সুতনু – জামাইকান রিফস ...

স্যার – বাঃ বাঃ খুব সুন্দর বলেছ ... কিন্তু এটা কি জান যে এই রিফস গুলি যা কিনা নানা প্রানির বিচরণ ক্ষেত্র তা আজ এক বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে?

সমস্বরে – সেকি? কেন স্যার একটু বলবেন?

স্যার– বলব, নিশ্চয়ই বলব, তবে তার আগে তোমরা বল অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফস বা সংক্ষেপে GBR এ কি কি প্রানির দেখা পাওয়া যায়?

সুতনু – সব জানিনা স্যার ... তবে হুঁ ... কয়েকটা বলতে পারি

স্যার – বেশ বেশ বল শুনি...

সুতনু – তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক সাপ, হাঙর, স্টারফিশ, সি আরচিনস, বিশেষ রকমের কচ্ছপ, মাছ আরও কত কি রয়েছে

স্যার – বাঃ বাঃ, এ তো অনেক নাম বললে ... শুনলে অবাক হবে যে এখানে মাছই রয়েছে ১৬২৫ প্রজাতির আর রয়েছে ৩০০০ রকমের শামুক ... হাঙর আছে ১৩৩ রকম এবং ৬৩০ রকমের স্টার ফিস ও সি আরচিন ...

মিরা – অ্যাঁ !! মাছের এত্ত প্রজাতি ?

বিশাল – (কৌতুক করে) কিরে মিরা নাকে কাপড় চাপা দিয়ে যাবি নাকি সেখানে ... দারুণ মাছের গন্ধ পাবি কিন্তু ... (সবাই হেসে ওঠে)

মিরা – (রাগত স্বরে) দেখ সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগেনা কিন্তু ...

সুতনু – হা হা হা ... আবার তোরা ওর পেছনে লাগছিস? (হাসি)

মিরা – স্যার, একদম অন্য প্রসঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন আছে, বলব?

স্যার- নিশ্চয় বলবে, বল ...

মিরা- একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে স্যার যে এই দ্বীপটি কেন ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে বিখ্যাত?

বিশাল – হায় হায় মাছের গন্ধ ঢাকতে শেষে এই প্রশ্ন?

সমরেশ – কেন তোমরা ওকে অমন করে বলছ? ও কিন্তু খুব ভাল প্রশ্ন করেছে, যদিও এটা অন্য প্রসঙ্গ তবুও জানা থাকা ভাল যে প্রায় আটশ আশি লক্ষ বছর আগে মাদাগাস্কার ভারতের ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল এবং তখন সাবএরিয়াল ও সাবভল্ক্যানিক কার্যকলাপের দরুন এইসব ব্যাসালটের স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া ১৪৯৮ সালের ২০ শে মে ভাস্ক দা গামা এই

দ্বীপেই এসে নেমে ছিলেন ..... বলা যায় ভারতের মাটিতে প্রথম পা রেখে ছিলেন, আর তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম ।

<u>সকলে –</u> ওয়াও!! কি দারুণ!! (মিউজিকাল এফেক্ট)

<u>সুতনু –</u> স্যার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য
<u>সকলে –</u> একদম ঠিক স্যার .....

<u>বিশাল –</u> (বিস্মিত হয়ে) আরে হটাত কেমন জোরে হাওয়া উঠল না?

<u>কণিকা–</u> হ্যাঁ, কয়েক ফোঁটা যেন বৃষ্টিও পড়ল তাই না?

<u>সমরেশ –</u> হ্যাঁ হ্যাঁ, বৃষ্টি শুরু হতে পারে, চল চল পা চালাও ... নৌকার দিকে চল ... এদিকে আমাদের দু ঘন্টার মেয়াদও প্রায় শেষ ... আকাশ বেশ কালো করে আসছে ...

<u>বিশাল –</u> কিন্তু স্যার আপনার কাছে তো আরও কিছু জানার ছিল ...

<u>সমরেশ –</u> হবে হবে, চিন্তা করোনা ... তোমরা কাল আছ তো উদুপিতে?

<u>বিশাল–</u> হ্যাঁ স্যার আছি ...

<u>সমরেশ –</u> তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই ... ফেরার সময় নৌকায় দুলতে দুলতে আমরা ঠিক করে নেব কোথায় আমরা দেখা করব কেমন?

(সকলে হেসে ওঠে, তালি দিয়ে ওঠে)

<u>(পট পরিবর্তনের মিউজিক)</u>

<u>পট –৩</u>

(শহরের গাড়ি লোকজন ইত্যাদির আওয়াজ ...)

কণিকা – এই তো সামনেই ‘উদুপি রেসিডেন্সি’ হোটেল ... সমরেশ স্যার এইখানেই আছেন ...

সুতনু – রুম নাম্বারটা রিসেপসনে বল ...

ম্যানেজার – গুড মরনিং ... কি ভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

কণিকা – গুডমরনিং ... আমরা মিঃ সমরেশ সেনের সাথে দেখা করব ... ওনার রুম নাম্বার ..... (কথার মাঝেই ম্যানেজার বলে ওঠে ...)

ম্যানেজার – ওহ! আপনারা ওই বিজ্ঞানী বাবুর সাথে দেখা করতে এসেছেন ... ইয়েস ইয়েস উনি আমাকে বলে রেখেছেন আপনাদের কথা ... আপনারা আসুন আমার সঙ্গে লিফট করে ওপরে কনফারেন্স রুমে ওখানেই আপনাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে ...

সকলে – (খুসি হয়ে) ওঃ তাই নাকি? চলুন ...

(দরজায় টোকা দেবার শব্দ..... ও দরজা খোলার আওয়াজ)

সমরেশ – আরে এস এস সুপ্রভাত! (প্রত্যুত্তরে সকলে “সুপ্রভাত” বলে) ভেতরে এস ...ভেতরে এস... বোসো সবাই বোসো ..... ম্যানেজার বাবু! এদের সকলের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করবেন প্লিজ ...

ম্যানেজার – আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার (দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ)

স্যার – আজ আমি তোমাদের সব প্রশ্নর সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেব ... তবে তার আগে আমি তোমাদের কিছু দেখাতে চাই ... আশাকরি তা তোমাদের প্রশ্নর উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ... আচ্ছা গতকাল আমাদের আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফস ও জামাইকান রিফস কথা উঠে এসেছিল তাই তো?

বিশাল – হ্যাঁ স্যার, আপনি বলছিলেন ওই সব অঞ্চল ও অন্যান্য সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন ... কিন্তু কেন স্যার?

(দরজা খুলে বেয়ারা ঢুকবে ও " স্যার চা এনেছি" বলে চায়ের সরঞ্জাম রাখবে তার এফেক্ট)

স্যার– ও চা এসে গেছে ...নাও তোমরা চা খেতে খেতে দেখ ... আমি আমার কাজ শুরু করি ... (চাএর কাপের শব্দ ও একটা মৃদু যান্ত্রিক আওয়াজ শুরু) আমি তোমাদের একটা স্লাইড শো দেখাব ... দেখ এই হল জামাইকান রিফস এখানে মাছ, আরচিন, কোরাল ও অ্যালগির মধ্যে একটা চক্র আছে, কিন্তু অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে সেই চক্র ব্যহত হচ্ছে এভাবে চললে ক্যারিবিয়ান রিফস আগামী কুড়ি বছরে শেষ হয়ে যাবে। তার প্রভাব এসে পড়বে মানুষেরই ওপর ... মাছই যদি না বাঁচে তাহলে স্থানীয় লোকে খাবে কি? (ছেলে মেয়েদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন 'এবাবা'... 'সত্যিই তো' ..... 'ভাববার বিষয়' ... ইত্যাদি অভিব্যাক্তি.....)

স্যার - এর পরবর্তী স্লাইডগুলি ভাল করে লক্ষ কর ...

কণিকা– হুম... এই স্লাইডে রিফ পুনর্নির্মাণ করার কথা বলছেন বিখ্যাত মেরিন বায়লজিস্ট বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু রস ... কিন্তু যেহেতু তা ভীষণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই (কনিকার কথার মাঝেই সুতনু বলে ওঠে)

সুতনু– তাই তো তিনি আবেদন করছেন যে সরকারি বেসরকারি সব স্তরে 'শিক্ষা' ও 'ন্যায়' প্রতিষ্ঠার মত 'রিফ বাঁচাও' আন্দোলনও মৌলিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমান গুরুত্ব পাক।

কণিকা – ইয়েস ... দারুণ পদক্ষেপ !!

মিরা – এই তোরা একটা স্লাইডে 'কোরাল ব্লিচিং' কথাটা খেয়াল করেছিস?

বিশাল– হ্যাঁ, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এই কোরাল রিফস এর কি ভীষণ ক্ষতি করতে পারে তার উদাহরণ অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফস ...

মিরা- (বেশ উত্তেজিত গলায়) ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত গরমে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফসের এক তৃতীয়াংশ রং হারিয়ে সাদা ক্যালসিয়াম কারবনেটে পরিণত হয়েছে ... উঃ ভাবা যায়?

বিশাল – আর একটা স্লাইডে দেখলাম যে 'কেল্প ফরেস্ট' কি ভাবে কোস্ট লাইন বা তটরেখাকে রক্ষা করে ও পারিপার্শ্বিক থেকে ক্ষতিকারক CO_2 বা কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেয় ... সাগরের আম্লিকতা বাড়তে দেয় না ,প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কেল্প ফরেস্ট বেশি দেখা যায় ...

কণিকা- শুধু তাই নয় এর পাতায় ভিটামিন, মিনারলস ও এন্টিঅক্সিডেন্ট

থাকায় এশিয়ান-রান্নায় কোথাও কোথাও আবার কেল্পের পাতার ব্যবহারও প্রচলিত আছে।

সুতনু – কিন্তু সমুদ্রের জল একদম পরিষ্কার না থাকলে পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পেলে এই কেল্প বাঁচতে পারেনা তাই .....

মিরা – তাই 'মেরিন ডেব্রিস' যা কিনা নদী নালা বেয়ে সমুদ্রে পড়ে তাকে আটকাতে হবে ...

স্যার – (হাততালি দিতে দিতে বলেন) বাঃ বাঃ তোমাদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা আমার খুব ভালো লাগছে, আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি .. এই উৎসাহ থেকেই তো জন্ম নেবে সচেতনতা, নতুন কর্মপন্থা ..... (একটু থেমে) আচ্ছা বল, এই সমুদ্র তটরেখা রক্ষার ব্যাপারে ইকসিস্টেমের আর কোন হাবিট্যাট বা বাসস্থানের কথা তোমরা জানলে?

বিশাল- (বেশ জোর দিয়ে বলে ওঠে) কেন স্যার ম্যানগ্রোভস! যা একাধারে তটরেখা রক্ষা এবং বিদ্ধংসি ঝড় আটকে ভুমিক্ষয়রোধ ও পলি থিতিয়ে জল পরিষ্কার রাখার মত গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করে চলেছে যেমন আমাদের অতি পরিচিত সুন্দরবনের বাদাবন বা ম্যানগ্রোভস ... এছাড়াও ফ্লরিডায় আটলান্টিক মহাসাগরের সমুদ্রতট বরাবর ম্যানগ্রোভস কেমন

শারলটি হারবারকে রক্ষা করার ব্যাপারে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে সেও জানলাম .....

কণিকা– কিন্তু স্যার, তটভূমি উন্নয়ন ও সুন্দরবনের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য পরিবেশের ওপর যে আঘাত আসছে তা তো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকেও পুরো ঘেঁটে দিচ্ছে তাই না?

স্যার – ঠিক তাই ... তার ওপর আছে নির্দয় ভাবে হাঙর ও কচ্ছপ শিকারের রমরমা আর বিলাসবহুল জাহাজের ক্রুজ .....

বিশাল – হ্যাঁ স্যার, মানুষের কীর্তিকলাপ কিন্তু বিশ্বউষ্ণায়ণেরও অন্যতম কারণ

মিরা – স্যার আমার খুব খারাপ লাগছে ভাবতে যে আজকের পৃথিবীর এই দুর্দশা এবং আগামীদিনের অনিশ্চত ভবিষ্যৎ এসবের জন্য ঘুরে ফিরে আঙ্গুল উঠছে সেই মানুষেরই দিকে .....

স্যার – খুব সত্যকথা বলেছ মিরা ... নিজেদেরকে কাঠগড়ায় দেখতে কার আর ভাল লাগে বল? তাই সময় এসেছে আমাদের নাগরিকসত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিবাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে শুধু প্রকৃতিপ্রেম নয়, জলকে ঘিরে গড়ে ওঠা জীবাণু, শ্যাওলা, পোকামাকড় থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু নিয়ে ভরপুর যে সংসার তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা কারণ এ আসলে আমাদেরই বেঁচে থাকার লড়াই ।

(মিউজিক)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx